Islami Ain O Bichar
Vol. 15, Issue: 58
April-June, 2019

বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা : ইসলামের আলোকে একটি বিশ্লেষণ

Disaster Management of Bangladesh Government An Analysis in the Light of Islam

Mohammad Nurul Amin*
Muhammad Nasir Uddin**

ABSTACT

Disaster negatively impacts the development, economy, human behaviour etc. of a country. Though it is not possible to prevent disaster alleviation of its casualty is feasible. Apart from enacting laws Bangladesh government has already devised different measures for disaster management. This research paper aims to critically analyze those measures from Islamic perspective. Moreover, this research differentiates between Islamic and conventional paradigm regarding the causes of disaster. Above all, the author ventures to portray the disaster managment system from Islamic perspective. He endeavours to exhibit that steps taken by Bangladesh government in the sector of disaster management are not incongruous with the dictates of Islam. Thus, positive changes will be evident if the mass people of this county especially Muslims can be brought under the umbrella of awareness program in the light of Islamic values.

Keywords: natural disaster; disaster management; rehabilitation; development; Bangladesh.

সারসংক্ষেপ

একটি দেশের উন্নয়ন, অর্থনীতি, মানুষের জীবনাচার ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ের উপর দুর্যোগ প্রভাব বিস্তার করে। দুর্যোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব না হলেও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব। বাংলাদেশ সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনসহ বিভিন্ন কাঠামোগত ও অবকাঠামোগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত সেসব পদক্ষেপের ইসলামী বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যে এ প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। এছাড়া দুর্যোগের কারণ সম্পর্কে প্রচলিত ও ইসলামী ধারণার একটি পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। সর্বোপরি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ধারণাটি ইসলামী দৃষ্টিকোণে আলোচনার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্র মূল্যায়ন করা হয়েছে। এ প্রবন্ধে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপাদান ও কার্যক্রমে বাংলাদেশ সরকারের পদক্ষেপসমূহ ইসলামী নির্দেশনার আলোকে ব্যাখ্যা করার জন্য অবরোহ (Deductive Method) পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে বর্ণনামূলক পদ্ধতিরও প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় গৃহীত বাংলাদেশ সরকারের পদক্ষেপসমূহের সঙ্গে ইসলামী নির্দেশনার কোন বৈপরীত্য নেই। ফলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এ বৃহৎ জনসমষ্টিকে ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতন করা সম্ভব হলে এক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হবে।

মূলশব্দ: প্রাকৃতিক দুর্যোগ; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা; পুনর্বাসন; উন্নয়ন; বাংলাদেশ।

* Dr. Mohammad Nurul Amin is a professor and Chairman in the Department of Islamic Studies, Jagannath University, Dhaka, Bangladesh-1100, email: dnaminjnu@yahoo.com

** Muhammad Nasir Uddin is a lecturer of Islamic Studies, Bangladesh Krira Shikkha Protishtan (BKSP), Jirani, Savar, Dhaka, email: nasirjnuis@gmail.com

ভূমিকা

জলবায়ু পরিবর্তনে বিশ্বের ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। দুর্যোগ এদেশের মানুষের নিত্যসঙ্গী। প্রায় প্রতি বছর কোন না কোন এলাকায় দুর্যোগের ঘটনা ঘটে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, জলযান ডুবি, অগ্নিকাণ্ড, ভূমিধস, ভবনধস, বজ্রপাত ইত্যাদি বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য দুর্যোগ। এসব দুর্যোগ মানুষের জান-মালের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে, পাশাপাশি পরিবেশও নানাভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। দুর্যোগের প্রভাবে মানুষ দুর্বিষহ জীবনযাপন করে। এ পরিস্থিতিতে পরিবেশের নিরাপত্তা বিধানে সুষ্ঠু দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিকল্প নেই। বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, সর্বোপরি ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর দুর্যোগকালীন ক্ষয়ক্ষতি কমানো এবং দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ সরকার নিজস্ব পরিমণ্ডলে নিজস্ব অর্থায়নে ও আন্তর্জাতিক ত্রাণ সহায়তা প্রকল্পের অধীন বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসব কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। আইনী কাঠামো, প্রশাসনিক কাঠামো এবং পর্যাপ্ত আর্থিক সংকুলান থাকা সত্ত্বেও নানা কারণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম আশানুরূপ ফলাফল অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে। একইসঙ্গে ধর্মীয় বিধি-বিধানের অনুশীলন না থাকায় ও নৈতিকতার অবক্ষয়ে মানুষ অযাচিতভাবে পরিবেশ বিপর্যয় করার পাশাপাশি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বরাদ্দকৃত অর্থ ঘুষ, দুর্নীতি, চুরি ইত্যাদি নানাভাবে অপব্যবহার করছে।

বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ইসলামী বিধি-বিধানের আলোকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতন করা সম্ভব হলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। উপর্যুক্ত অবস্থা বিবেচনায় এনে এ প্রবন্ধে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

দুর্যোগ ও এর শ্রেণিভেদ

দুর্যোগ বলা হয় প্রাকৃতিক অথবা মানবসৃষ্ট ক্ষতিকর দুর্ঘটনা বিশেষকে। এর ফলে বাহ্যিকভাবে ক্ষতিসাধন, জীবনহানি কিংবা পরিবেশগতভাবে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়। দুর্যোগ এর ইংরেজী শব্দ Disaster (ডিজাস্টার)। এ শব্দটি প্রাচীন ইতালীয় ডায়জেস্ত্রো থেকে মধ্যযুগের ফরাসী ডেজাস্ত্রে থেকে উদ্ভূত হয়েছে। গ্রিক শব্দের শাখা ডিজাস্টার এর অর্থ দাঁড়ায় 'মন্দ তারার প্রভাব'। এর দ্বারা তারা জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহের অসহযোগিতামূলক অবস্থানকে ব্যাখ্যা করে থাকে (Harper 2019)। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসেবে hazardও ব্যবহৃত হয়। ইংরেজি হ্যাজার্ড শব্দটির কয়েকটি বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়। কেউ হ্যাজার্ডের বাংলা করেছেন দুর্যোগ, কেউ করেছেন আপদ, কেউ বিপদ, আবার কেউ তিনটিই অর্থাৎ, আপদ/বিপদ/দুর্যোগ সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন (Bangla Wikipedia 2019)। অতএব বলা যায়, দুর্যোগ হলো প্রকৃতি বা মানবসৃষ্ট এমন এক প্রপঞ্চ, যাতে মানুষের জান-মালের ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে।

দুর্যোগ বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। ভূমিকম্প, ভূমিধস, ঝড়, বন্যা, অগ্নিকাণ্ড, বিস্ফোরণ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ ঘটতে পারে। গবেষকগণ দুর্যোগকে মৌলিক দুইভাগে ভাগ করেছেন।

ক. মানবসৃষ্ট দুর্যোগ (Anthropogenic hazard): মানুষের কৃতকর্মের কারণে যেসব দুর্যোগ নেমে আসে। যেমন পাহাড় কাটার কারণে পাহাড় ধস, গুণগত মান রক্ষা না করে ভবন নির্মাণের কারণে ভবন ধ্বস, পরিবেশ দূষণের কারণে সৃষ্ট বন্যা, খরা ইত্যাদি। গবেষণায় দেখা গেছে অধিকাংশ দুর্যোগ এ শ্রেণিভুক্ত।

খ. প্রাকৃতিক দুর্যোগ (Natural disaster): এ জাতীয় দুর্যোগ সৃষ্টিতে মানুষের কোন হাত বা প্রভাব নেই। প্রকৃতি অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়ন্তা বিশেষ কোন কারণে এ দুর্যোগ প্রেরণ করেন (Wisner, Blaikie, Cannon and Davis 2004)।

অতএব উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, মানুষের সামষ্টিক ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয় বা সাধনের সম্ভাবনা থাকে এমন যেকোন ঘটনাকে দুর্যোগ বলা হয়। এ কারণে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তিগত বিপদ-আপদকে দুর্যোগ হিসেবে গণনা না করাই শ্রেয়;

বরং এখানে সামষ্টিক সংশ্লিষ্টতা প্রয়োজন। আলোচ্য প্রবন্ধে দুর্যোগ বলতে তাই এমন সামগ্রিক দুর্ঘটনাকে বুঝানো হয়েছে যার কারণ যাই হোক, এর ক্ষয়-ক্ষতি সামষ্টিক জনগোষ্ঠীর ওপর আপতিত হয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে দুর্যোগের কারণ

প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটনাকেই সাধারণ অর্থে দুর্যোগ বলে। ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী মহান আল্লাহই প্রকৃতির নিয়ন্ত্রক। অতএব, মানবসমাজ যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ অবলোকন করে তা মূলত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এ জাতীয় দুর্যোগের বিভিন্ন কারণ রয়েছে।

ক. দুর্যোগ মনুষের কৃতকর্মের ফল : মানুষের অপরাধের দুনিয়াবী শাস্তি হিসেবে মহান আল্লাহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ দিয়ে থাকেন। মানবসৃষ্ট কারণে জলবায়ুতে নেতিবাচক প্রভাব লক্ষণীয়। বনভূমি উজাড়, ফসলি জমিতে বসতবাড়ি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নদীদূষণ, পানিদূষণ, বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ সবই মানবসৃষ্ট পরিবেশ বিপর্যয়। মহান আল্লাহ প্রাকৃতিক পরিবেশে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন সবই পরিমিত দিয়েছেন। কিন্তু মানুষই অপরিকল্পিতভাবে পরিবেশের সব সুন্দরকে ম্লান করে। প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর মানুষের অত্যধিক অত্যাচার তথা বিপর্যয় সৃষ্টি করার ফলেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের সৃষ্টি হয়। একে পবিত্র কুরআনে (الْفَسَاد) 'বিশৃঙ্খলা' হিসেবে এবং অধুনা বিজ্ঞান 'দুর্যোগ' নামে অভিহিত করেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ﴾

মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে ফাসাদ (দুর্যোগ) প্রকাশ পায়। যার ফলে আল্লাহ তাদের কতিপয় কৃতকর্মের স্বাদ তাদেরকে আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে (Al-Qurān, 30:41)।

রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

لَا يُصِيبُ عَبْدًا نَكْبَةٌ فَمَا فَوْقَهَا اَوْ دُونَهَا اِلَّا بِذَنْبٍ، وَمَا يَعْفُو اللهُ عَنْهُ اَكْثَرُ، وَقَرَاَ ﴿وَمَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾

কোন বান্দার উপর ছোট-বড় যেকোন মুসিবত আসে তা তার পাপের জন্যই আসে। আর আল্লাহ অনেক পাপই মাফ করে দেন। তিনি বললেন, তারপর রাসূলুল্লাহ স. এ আয়াত পাঠ করেন, আর যেসব বিপদ-আপদ তোমাদের উপর আপতিত হয়, তা তো তোমাদের হস্তার্জিত কর্মেরই কারণে এবং অনেক পাপ তো তিনি ক্ষমা করে দেন। (আশ-শূরা-৩০) (Al-Tirmidi 1395H, 5232)।

মহান আল্লাহ কুরআনে পূর্ববর্তী জাতিদের অপরাধের কারণে তাদের উপর নেমে আসা বিপর্যয়ের উল্লেখ করে উম্মতে মুহাম্মদীর উপরও আল্লাহর অবাধ্যতার কারণে অনুরূপ শাস্তি প্রদানের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। যেমন- নূহ আ.-এর উম্মতের ওপর আল্লাহর অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ প্লাবনের আবির্ভাব সম্পর্কিত আলোচনায় মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ اَخَاهُ هَارُوْنَ وَزِيْرًا . فَقُلْنَا اذْهَبَا اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيْرًا . وَقَوْمَ نُوْحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً وَاَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا . وَعَادًا وَثَمُوْدَ وَاَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا . وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا﴾

আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তার সঙ্গে তার ভাই হারূনকে সাহায্যকারী করেছিলাম এবং বলেছিলাম, তোমরা সেই সম্প্রদায়ের নিকট যাও, যারা আমার নিদর্শনাবলিকে প্রত্যাখ্যান করছে, অতঃপর আমি সেই সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেছিলাম এবং নূহ আ.-এর সম্প্রদায়কেও, যখন তারা রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করল তখন আমি তাদেরকে নিমজ্জিত করলাম এবং তাদেরকে মানবজাতির জন্য নিদর্শনস্বরূপ করে রাখলাম। জালিমদের জন্য আমি মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। আমি ধ্বংস করেছিলাম আদ, সামুদ, আর রাস্সবাসীকে এবং তাদের অন্তর্বর্তীকালের বহু সম্প্রদায়কেও। আমি তাদের প্রত্যেকের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছিলাম এবং তাদের সকলকেই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছিলাম (Al-Qurān, 25:35-39)।

প্লাবনের সময় আকাশ থেকে বৃষ্টি ও মাটি ফেটে পানি উদ্গীরণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ . وَفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ﴾

আমি উন্মুক্ত করে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারিবর্ষণে এবং মৃত্তিকা হতে উৎসারিত করলাম প্রস্রবণ; অতঃপর সব পানি মিলিত হলো এক পরিকল্পনা অনুসারে (Al-Qurān, 54:11-12)।

খ. মুমিনদের পরীক্ষার জন্য দুর্যোগ : মহান আল্লাহ অবাধ্য জাতিকে শাস্তি দেয়ার পাশাপাশি মুমিনদেরকে পরীক্ষা করার জন্য দুর্যোগ দিয়ে থাকেন। দুনিয়ার জীবনে প্রত্যেক মুমিনকে অনিবার্যভাবে পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ ও তাদের অনুসারীরাও বিভিন্ন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ۗ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ﴾

আর নিশ্চয়ই আমরা ভীতি, অনাহার, প্রাণ ও সম্পদের এবং ফসলের ক্ষতির দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করবো। আর ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ প্রদান কর (Al-Qurān, 2:155)।

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ . وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ﴾

মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আর আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি। ফলে আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্য বলে এবং অবশ্যই তিনি জেনে নেবেন, কারা মিথ্যাবাদী (Al-Qurān, 29:2-3)।

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

عِظَمُ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَاِنَّ اللّٰهَ اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ .

বিপদ ও পরীক্ষা যত কঠিন হবে তার প্রতিদানও তত মূল্যবান। আল্লাহ যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন তখন তাদের অধিক যাচাই ও সংশোধনের জন্য বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। যারা আল্লাহর সিদ্ধান্তকে খুশি মনে মেনে নেয় এবং ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন। আর যারা এ বিপদ ও পরীক্ষায় আল্লাহর উপর অসন্তুষ্ট হয় আল্লাহও তাদের উপর অসন্তুষ্ট হন (Ibn Mājah 1998, 4031)।

গ. ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া থেকে মহাপ্রলয়ের মাধ্যমে পৃথিবী ধ্বংসের প্রতি ইঙ্গিত : পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনশীল। এ পরিবর্তন পৃথিবীর একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে অদ্যাবধি জলবায়ু পরিবর্তিত হচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত পরিবর্তিত হতে থাকবে। কিন্তু এ বিষয়টি এক সময় মানুষের অজানা ছিল। মহাবিশ্ব প্রতিনিয়ত সম্প্রসারিত হচ্ছে। একে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ তত্ত্ব বলা হয়। ১৯২৯ সালে বিজ্ঞানী হাবল্ (Hubble) প্রকাশ করেন যে, গ্যালাক্সিগুলো আমাদের দিক থেকে সব দিকে ছুটে চলেছে। এ গ্যালাক্সিগুলোর দূরত্ব এবং এদের পশ্চাদ্গামী হওয়ার গতিবেগের মধ্যে একটি রৈখিক সম্পর্ক বিরাজমান। এদের এ গতিবেগ এদের দূরত্বের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। অর্থাৎ দূরত্ব যত বৃদ্ধি পায় গতিবেগও তত বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশাল মহাবিশ্ব গ্যালাক্সির সমষ্টি। ৫০,০০০ কোটি গ্যালাক্সি আমাদের মহাবিশ্ব জুড়ে রয়েছে। এখনো প্রতিদিন গ্যালাক্সির জন্ম হচ্ছে এবং তার সংখ্যা বৃদ্ধি

পাচ্ছে। গ্যালাক্সিগুলোর মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ গতি (force of expansion)। অর্থাৎ মহাবিশ্ব স্থিতাবস্থায় নেই। আগেরকার দিনে সবাই ভাবত, মহাবিশ্ব স্থিতাবস্থাতেই রয়েছে। কিন্তু মহাবিশ্ব আসলে প্রসারমান (Hawking 2016, 57)। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বিষয়টি বিজ্ঞানের আবিষ্কারের বহুপূর্বেই আলোচিত হয়েছে-

﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾

আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী (Al-Qurān, 51:47)।

অন্য আয়াতে এসেছে-

﴿يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ﴾

আল্লাহ তার সৃষ্টিকে যেমন ইচ্ছে বর্ধিত করেন এবং তিনি প্রত্যেক বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন (Al-Qurān, 35:1)।

এ আয়াত দুটিতে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনের ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন হলেও তা মানুষের প্রত্যক্ষ ক্ষতির কারণ হয়নি। ১৭৫০ সালে শিল্প বিপ্লবের পর থেকে নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ফলে বৃক্ষ উজাড় ও জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধিসহ মনুষ্য সৃষ্ট বিভিন্ন দূষণের ফলে জলবায়ু পরিবর্তিত হয়ে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ওজোন স্তর বিনষ্ট হয়ে সূর্যের আলট্রাভায়োলেট রশ্মি বিনা বাধায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করছে, বরফ গলছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরই ফলে পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে। এসব দুর্যোগের পেছনে মানুষের ভূমিকা থাকলেও এর পেছনে রয়েছে মহাপরিকল্পনাকারী মহান আল্লাহর নির্দেশ। এর মাধ্যমে তিনি এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ধ্বংসের রূপ প্রকাশের মধ্য দিয়ে মহাপ্রলয়ের দ্বারা সমগ্র পৃথিবীর ধ্বংসের দিকে ইঙ্গিত করেন। এসব দুর্যোগ অবিশ্বাসীদের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দৃষ্টান্তস্বরূপ। প্রবল দুর্যোগের মাধ্যমে পৃথিবী ধ্বংসের বর্ণনা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً﴾

যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে - একটিমাত্র ফুঁক। আর পর্বতমালাসহ পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং মাত্র একটি ধাক্কায় এগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে (Al-Qurān, 69:13-14)।

অতএব বলা যায়, ইসলামের দৃষ্টিতে দুর্যোগ মূলত মানুষেরই অর্জিত ; অবশ্য কোন কোন সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ দুর্যোগ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় নেমে আসে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় দুর্যোগ কোনো নতুন শব্দ নয়। কিন্তু এ দুর্যোগের ফলে আমাদের পরিবেশের ক্ষতিকর দিকটিই বর্তমান সময়ের সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুইভাবে দুর্যোগ সংগঠিত হলেও দুর্যোগের ক্ষতি প্রকৃতি ও মানবসমাজ কাউকেও রক্ষা করে না। যেকোন প্রাকৃতিক দুর্যোগই মানবসমাজের জন্য হুমকি ও বিপর্যয়স্বরূপ। সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হার ও ক্ষয়-ক্ষতি কমানো সম্ভব। সর্বাগ্রে তাই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পরিচয় ও প্রকৃতি জানার প্রয়োজনীয়তা অনুমিত হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হলো, দুর্যোগ নিবারণ, প্রস্তুতিগ্রহণ ও প্রশমনের মাধ্যমে দুর্যোগ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কৌশল গ্রহণ, যার মাধ্যমে জরুরি ত্রাণ, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় উন্নতি সাধনের পদক্ষেপ নেয়া হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞায় ডব্লিউ নেক কার্টার (W. Nick Carter) বলেন, An applied science which seeks, by the systematic observation and analysis of disaster, to improve measures relating to prevention, mitigation, preparedness, emergency response and recovery. "এটি একটি প্রায়োগিক বিজ্ঞান, যা দুর্যোগের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগত পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে, যাতে দুর্যোগ প্রতিরোধ, প্রশমন, প্রস্তুতি গ্রহণ, জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ ও পুনরুদ্ধার ব্যবস্থায় উন্নতি করা সম্ভব হয় (Carter 2008, xix)।"

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর ধারানুসারে, 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা' অর্থ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি সাড়াদানের নিমিত্ত পদ্ধতিগত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও কার্যক্রম, যার মাধ্যমে দুর্যোগ প্রশমনের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ বা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়, যথা-

(অ) দুর্যোগের বিপদাপন্নতা, পরিধি, মাত্রা ও সময় নির্ণয়;

(আ) ব্যবস্থাপনাসহ সকল প্রকার পরিকল্পনা গ্রহণ, সমন্বয় সাধন ও বাস্তবায়ন;

(ই) আগাম সতর্কতা, হুঁশিয়ারি, বিপদ বা মহাবিপদ সংকেত প্রদান ও প্রচারের ব্যবস্থা এবং জান-মাল নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর;

(ঈ) দুর্যোগ পরবর্তী অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান পরিচালনা, জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব ও চাহিদা নিরূপণ, মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের অধীন ত্রাণসামগ্রী বিতরণ, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন এবং অত্যাবশ্যকীয় সেবা, পুনরুদ্ধার ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

(উ) আনুষঙ্গিক অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা। (MoLJPA 2012, 2/13)

'দুর্যোগকোষ' গ্রন্থের বর্ণনানুসারে, "দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের লক্ষ্যে দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী যাবতীয় কার্যক্রমের পরিকল্পনা, সংগঠন, সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণসহ কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন পর্যন্ত সকল কর্মকাণ্ড সম্পাদন করাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলা যায় (Rahman 2009, 91)।"

পরাগ দেওয়ান (Parag Diwan) বলেন, Disaster Management can be defined as the rage of activities designed to maintain control over disaster and emergency situations and to provide a framework for helping at risk persons to avoid or recover from the impact of the disaster. "দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে কতগুলো কর্মকাঠামো হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়, যা দুর্যোগের নিয়ন্ত্রণ নির্বাহ এবং জরুরি অবস্থার মোকাবিলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিবর্গকে সাহায্যের জন্য একটি কাঠামো প্রদান করে, যাতে তারা দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে অথবা তা এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয় (Diwan 2016, 2)।"

অতএব বলা যায়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলতে দুর্যোগ পর্যবেক্ষণ, পূর্বাভাস প্রদান, পর্যবেক্ষণ, সম্ভাব্য বিপদের মাত্রা নির্ধারণ, নিরাপদ থাকার জন্য প্রস্তুতিগ্রহণ, দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন, ত্রাণ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ এবং ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের জন্য কার্যক্রম পরিচালনাকে বোঝায়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপাদান ও কার্যক্রম

দুর্যোগ নিবারণ, প্রশমন এবং পূর্বপ্রস্তুতি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মুখ্য উপাদান। সুতরাং দুর্যোগকে কার্যত নিবারণের লক্ষ্যে দুর্যোগপূর্ব সময়েই এর ব্যবস্থাপনার বেশি কাজ সম্পন্ন করতে হয়। দুর্যোগ সংঘটনের পরপরই এর ব্যবস্থাপনার অন্যান্য উপাদানের মধ্যে রয়েছে, সাড়াদান, পুনরুদ্ধার ও উন্নয়ন (Al-Rabbi 2016, 105)। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপাদান ও কার্যক্রমগুলোকে একটি চক্রাকারে সাজানো যায়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পরস্পর সম্পর্কিত পর্যায়গুলোকে দুর্যোগচক্র বলে (Rahman 2009, 88)। মূলত, এর মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপাদান ও কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণার পাশাপাশি এগুলোর ক্রমধারাও নির্ধারিত হয়। ক্রমধারা অবলম্বন ব্যতীত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার এসব উপাদানের সফলতা লাভ সম্ভব নয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপাদানগুলো চক্রাকারে উপস্থাপন করা হলো (Carter 2008, 50)

উপরিউক্ত আলোচনায় প্রমাণিত যে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মূল উপাদান ছয়টি। এগুলো হলো- ১. প্রতিরোধ, ২. প্রশমন, ৩. পূর্বপ্রস্তুতি, ৪. সাড়াদান, ৫. পুনরুদ্ধার/পুনর্বাসন/পুনর্গঠন ও ৬. উন্নয়ন। এ উপাদানগুলো ক্রমধারায় বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় টেকসই সুফল পাওয়া সম্ভব।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ইসলামী নির্দেশনা

মহান আল্লাহ পরিবেশকে মানুষের বসবাসের উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলবায়ু ও পরিবেশ সুরক্ষার উপর মানুষসহ পৃথিবীপৃষ্ঠে বসবাসরত সকল প্রাণী ও উদ্ভিদের ভারসাম্যপূর্ণ জীবন-যাপন নিশ্চিত হয়। এ সম্পর্কে কুরআনের বাণী,

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾

তিনিই তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা এর দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া জীবনোপকরণ হতে আহার্য গ্রহণ কর (Al-Qurān, 67:15)।

মহাগ্রন্থ আল কুরআনের বর্ণনা থেকে প্রমাণিত যে, পৃথিবী, জলবায়ু ও পরিবেশ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি এক অসীম রহমত। সুতরাং এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও মানুষের। ইসলামী দৃষ্টিকোণে পরিবেশের প্রতিটি উপাদান মানুষের মঙ্গলের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾

আর যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে এবং যা কিছু রয়েছে জমীনে, তার সবই তিনি তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন (Al-Qurān, 45:13)।

দুনিয়ায় মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে মানুষ আল্লাহ নির্দেশনা অনুসারে পৃথিবীতে উপার্জন করবে। মানবকল্যাণ নিশ্চিত করবার উদ্দেশ্যে যাবতীয় বিদ্যমান সম্পদ ব্যবহার করবে। এ উদ্দেশ্যে প্রকৃতির সকল সম্পদ মানুষের অধীন করা হয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ﴾

তোমরা কি লক্ষ কর না কিভাবে পৃথিবীর সবকিছুকে আল্লাহ তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন (Al-Qurān, 22:65)।

অতএব মানুষের উচিত পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা, যাতে মানুষসৃষ্ট কোন দুর্যোগ তাদের ওপর অর্পিত না হয়। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ এ ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে। এ প্রসংগে মানুষসৃষ্ট বিপর্যয়ের মূল কারণ পরিবেশ বিপর্যয়ের উপাদানসমূহের, বিশেষত পানি, বায়ু ও মাটির দূষণ রোধে ইসলামের নির্দেশনা আলোচনা করা হলো:

পানি দূষণরোধে ইসলামের নির্দেশনা

বিশুদ্ধ পানি পরিবেশ ও জীবন ধারণের অন্যতম উপকরণ। মহান আল্লাহ আমাদেরকে বিশুদ্ধ পানির মূল উৎস বৃষ্টির পানি পানের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾

নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রাত ও দিনের পরিবর্তনে, আল্লাহ আকাশ থেকে যে রিযিক (বৃষ্টি) নাযিল করেন, অতঃপর এর দ্বারা মৃতভূমিকে জীবন্ত করেন তাতে এবং বাতাসের গতি পরিবর্তনে। (Al-Qurān, 45:05)

পানি দূষণরোধের জন্য ইসলাম কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে। এ পদক্ষেপের অংশ হিসেবে নবী করীম স. বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.

তোমাদের কারও উচিত নয়, স্থির পানি যা প্রবাহিত হয় না সেখানে পেশাব করা, অতঃপর সেখানে গোসল করা। (Al-Bukhārī 2004, 265)

সংরক্ষিত পানির দূষণ রোধের জন্য পানির পাত্র ঢেকে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

غطوا الإناء وأوكئوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء.

তোমরা (খাবারের) পাত্র ঢেকে রাখ, (পানির) মশকের মুখ বন্ধ করে রাখ, কেননা বছরে একটি রাত্রি এমন আছে, যাতে মহামারী অবতরণ করে। সেই মহামারী যে কোনো খোলা পাত্র ও পানির মশকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তাতেই পতিত হয়। (Muslim1999, 5374)

পানিকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য এ হাদীস বলা হয়েছে। যদি তা খোলা থাকে তাহলে সেখানে পোকা-মাকড় বা ধূলা-বালির মাধ্যমে তা দূষিত হয়ে পড়ে। তাই পানির পাত্র ঢাকার ব্যাপারে ইসলামে অনেক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। (Mamun 2019, 110)

বায়ু দূষণরোধে ইসলামের নির্দেশনা

বায়ু দূষণ হলো বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত গ্যাস বস্তুকণাসমূহের অবস্থানিক বিবর্তন, যা মানুষ ও প্রকৃতির নানাবিধ ক্রিয়াকর্মের দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে এবং মানবতার জন্য ক্ষতিকর। এজন্য ইসলাম বায়ু দূষণ রোধকে বিভিন্নভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে বায়ুদূষণ থেকে মুক্ত থাকার ব্যাপারে নির্দেশনা এসেছে। যেমন-

রাস্তাঘাটে যদি এমন কোন বস্তু থাকে যা থেকে বায়ু দূষিত হয়, তবে তা সরানোর মাধ্যমে বায়ু দূষণরোধ করা যায়। তাই হাদীসে বলা হয়েছে,

الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.

ঈমানের তেহাত্তর বা তেষট্টিটি শাখা রয়েছে। ওসবের মধ্যে সর্বোত্তমটি হলো- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা এবং সর্বনিম্নটি হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। (Muslim1999, 61)

ইসলামে রাস্তার চলাচল করার জন্য কতিপয় আদবের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে একটি হল রাস্তা থেকে কোন কষ্টদায়ক বস্তু পেলে তা সরিয়ে ফেলা (Al-Bukhārī 2004, 6229; Muslim1999, 5900)।[১]

এছাড়া ইসলাম মৃতদেহ মাটিতে দাফন করার নির্দেশ দিয়েছে[২] যাতে তা থেকে দুর্গন্ধ না ছড়ায় এবং এর কারণে বায়ু দূষণ না হয়। একইভাবে কাঁচা পেঁয়াজ-রসুন খেয়ে মসজিদে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[৩]

---

১. إِيَّاكُم وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ، فقَالُوا: يَا رسَولَ اللَّه، مَا لَنَا مِنْ مَجالِسنَا بُدٌّ، نَتحدَّثُ فِيهَا، فَقَالَ رسولُ اللَّه ﷺ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِس فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، قالوا: ومَا حَقُّ الطَّرِيق يَا رسولَ اللَّه؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَر، وكَفُّ الأَذَى، ورَدُّ السَّلامِ، وَالأَمْرُ بالْمَعْرُوفِ، والنَّهْيُ عنِ الْمُنْكَرِ.

২. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرابًا يَبحَثُ فِي الأَرضِ لِيُرِيَهُ كَيفَ يُوارِي سَوءَةَ أَخِيهِ অতঃপর আল্লাহ এক কাক পাঠালেন, যে তার ভাইয়ের শবদেহ কীভাবে গোপন করা যায় তা দেখাবার জন্য মাটি খনন করতে লাগল। (Al-Qurān, 05:31)

মানুষের হাঁচি, কাশি ও থুথুর মাধ্যমেও বায়ু দূষিত হয়ে নির্গত ময়লা ও জীবাণু দ্বারা অন্যরা আক্রান্ত হতে পারে। এ ব্যাপারে মহানবী স. এর বিশেষ আচরণ বর্ণিত হয়েছে। আবূ হুরায়রা রা. বলেন, মহানবী স. যখন হাঁচি দিতেন তখন এক টুকরা কাপড় বা নিজ হাত দ্বারা মুখ ঢেকে ফেলতেন এবং নিম্নস্বরে আওয়াজ করতেন।[৪] (Abū Daūd 1420H, 5029) ধূমপানের মাধ্যমেও ব্যাপকভাবে বায়ুদূষণ ঘটে। এ কারণে ইসলাম এ জাতীয় নিরর্থক কাজের অনুমোদন দেয় না। ধূমপান 'খাবায়েস' (অপবিত্রতা) এর অন্তর্ভুক্ত, যা শরীয়াতে নিষিদ্ধ।[৫] আল্লাহ ও তাঁর রাসূল স. 'খাবায়েস'-কে অবৈধ করেছেন। তাছাড়া শরীয়তের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য হলো- শরীরের নিরাপত্তা ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান। অথচ ধূমপানের মাধ্যমে দুটোর নিরাপত্তাই বিঘ্নিত হয়। তাই এটা শরীয়তসম্মত নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে সব ধরনের ধূমপান অপরাধ, তা অনর্থক অপচয়ও। ইসলামে সব ধরনের অপচয় অবশ্যই বর্জনীয় (Mamun 2019, 107)।

সুগন্ধি ছড়ানো এবং অন্যকে তা উপহার প্রদান পরিবেশ উন্নয়নে ভূমিকা রাখে বিধায় ইসলাম এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। যেমন আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করিম স. বলেন,

من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح.

যার সামনে সুগন্ধি উপস্থাপন করা হয় সে যেন তা প্রত্যাখ্যান না করে। কারণ তা বহনে হালকা এবং বাতাসকে সুবাসিত করে (Muslim1999, 5835)

উপরোক্ত হাদীস ও কুরআনের আয়াতসমূহ দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায়, বায়ু দূষণে মানব জাতির কোন-না-কোন অকল্যাণ নিহিত রয়েছে বিধায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল স. এ ব্যাপারে সর্তক করেছেন।

মাটি দূষণরোধে ইসলামী নির্দেশনা

মাটিদূষণ পরিবেশদূষণের একটি প্রধান অংশ, যা মানবের ক্রিয়াকাণ্ডপ্রসূত। মাটি, পানি, বায়ু প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুই একে অপরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। পবিত্র

৩. রাসূল স. বলেন, من أكل ثوبا بصلا فليعتزلنا او ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته যে ব্যক্তি কাঁচা পেঁয়াজ খাবে, সে যেন আমাদের থেকে অথবা আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে এবং ঘরে বসে থাকে। (Al-Bukhārī 2004, 6812; Muslim1999, 875)

৪. كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته

৫. আল-কুরআনে বলা হয়েছে: يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَات লোকে তোমাকে প্রশ্ন করে, তাদের জন্য কী কী হালাল করা হয়েছে? বল, সমস্ত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে- (Al-Qurān, 05:04)

কুরআনের দৃষ্টিতে ভূ-পৃষ্ঠ তথা মাটিকে দূষণ করার অন্যতম অনুষঙ্গ ফসল জ্বালিয়ে দেয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُه فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَافِي قَلْبِه وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. وَإِذَا تَوَلّٰى سَعٰي فَي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَفِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادْ﴾

আর মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে পার্থিব জীবন সম্পর্কে যার কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে। প্রকৃতপক্ষে সে ভীষণ কলহপ্রিয়। যখন সে প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি এবং শস্যক্ষেত্র ও প্রাণী ধ্বংসের চেষ্টা করে। আর আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না। (Al-Qurān, 2:204-205)

উপরিউক্ত আয়াত দু'টি আখনাস ইব্ন শরীক-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। সে নবী করীম স.-এর কাছে এসে ইসলামের ঘোষণা দেয়। ফিরে যাওয়ার সময় পাশে যে কৃষিক্ষেত পড়ে তা জ্বালিয়ে দেয় এবং রাস্তায় গাধা-খচ্চর যা পায় তা জবাই করে ফেলে। আল্লাহ তাআলা তার কর্মকাণ্ড প্রকাশ করে দেন। (Al Kāfī 1985, 47-48) এ আয়াতে কৃষিক্ষেত্র ও প্রাণীর ধ্বংসকে বিপর্যয় সৃষ্টির সঙ্গে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে, যাতে বোঝা যায়, ভূমিদূষণ পরিবেশ বিপর্যয়ের একটি কারণ। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, দূষিত পদার্থ ও আবর্জনা মাটি বা শস্যক্ষেত্রে মিশে গিয়ে মাটির উর্বরতা শক্তি নষ্ট করে দেয় এবং মাটিস্থ ব্যাকটেরিয়ার উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে (Mamun 2019, 107)।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে দূষণমুক্ত উৎকৃষ্ট ও দূষিত জনপদের বর্ণনা এসেছে এভাবে:

﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ﴾

যে জনপদ উৎকৃষ্ট, তার ফসল তার প্রতিপালকের নির্দেশে উৎপন্ন হয় এবং যা নিকৃষ্ট তাতে কঠোর পরিশ্রম না করলে কিছুই জন্মায় না। এভাবে আমি বিভিন্ন আঙ্গিকে নিদর্শনসমূহ বিবৃত করি কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য। (Al-Qurān, 07:58)

মাটির উর্বরতা রক্ষার্থে রাসূলুল্লাহ স. সাগ্রহে কৃষিকাজ ও বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধ করেছেন, যাতে উদ্ভিদ-সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং সুস্থ পরিবেশ রক্ষায় সহায়ক হয়। যেমন আনাস রা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন,

مامن مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة.

যদি কোনো মুসলিম কোনো গাছ রোপণ করে অথবা ক্ষেতে ফসল বোনে আর তা থেকে কোনো পাখি, মানুষ বা চতুষ্পদ প্রাণী খায়, তবে তা তার জন্য সদাকা হিসেবে গণ্য হবে। (Al-Bukhārī 2004, 5587; Muslim1999, 3824)

অপর হাদীসে রয়েছে, জাবির ইবন আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন,

من أحيا أرضا ميتة فهي له.

যে ব্যক্তি কোনো মৃত (অনাবাদী) ভূমিকে জীবিত (চাষযোগ্য) করবে, তা তারই জন্য (Abū Dā'ud 2006, 3075)

উপরিউক্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায়, আল্লাহর কর্তৃক নির্দেশিত নিয়মনীতি মেনে চলা প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুর জন্য জরুরী। কোন একটি দূষিত হলে প্রকারান্তরে গোটা সৃষ্টিতে বিপর্যয় ডেকে আনে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকারের পদক্ষেপসমূহ ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

এ বাসযোগ্য পৃথিবীতে প্রকৃতিসৃষ্ট দুর্যোগের পাশাপাশি মনুষ্যসৃষ্ট নানা দূষণে নানা ধরনের দুর্যোগও পরিলক্ষিত হয়। উভয় ধরনের দুর্যোগ নিবারণের জন্য বাংলাদেশ সরকার নানামুখি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। নিম্নে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপাদান, কার্যক্রম ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যেসমূহ ইসলামী নির্দেশনার আলোকে পর্যালোচনা করা হলো-

১. দুর্যোগ নিবারণ

প্রাকৃতিক দুর্যোগকে সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করা সম্ভব না হলেও এর ক্ষয়ক্ষতি কমানো যেতে পারে। দুর্যোগ নিবারণ বলতে সেই সব কার্যক্রমের সমষ্টিকে বোঝায়, যা কোনো একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বিভিন্ন ধরনের আপদের নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করতে বাধা দেয় এবং পরিবেশগত, কারিগরি এবং জৈবিক দুর্যোগের প্রভাব হ্রাস করে (Mohontto 2013, 5)। নিবারণ কার্যক্রম প্রকৃতপক্ষে দুর্যোগ ঘটার প্রবণতা এবং দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কাকে দূর করে বা কমিয়ে দেয়। কুরআনি নির্দেশনা থেকেও প্রতীয়মান যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিহত করা যাবে না। সুতরাং প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমনের লক্ষ্যে আমাদেরকে পরিবেশ বিপর্যয় রোধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন পূর্বপ্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে দুর্যোগ প্রশমনের উপায় হলো, সব ধরনের অপরাধ তথা দূষণ থেকে দূরে থাকা। অর্থাৎ মহান আল্লাহ পূর্ববর্তী জাতিদেরকে যেসকল অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছেন এবং কুরআন ও হাদীসে যে কাজকে হারাম করা হয়েছে সেসকল কাজ থেকে বিরত থাকা। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বিভিন্ন জাতির অপরাধের কারণে তাদের উপর আপতিত শাস্তির বর্ণনা দেয়ার মূল

উদ্দেশ্য হলো বিশ্ববাসীকে সতর্ক করা। সুতরাং দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে এসব পাপ থেকে বেঁচে থাকার কোনো বিকল্প নেই। আলী ইবনু আবূ তালিব রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

اِذَا فَعَلَتْ أُمَّتِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا البَلاَءُ فَقِيلَ: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: اِذَا كَانَ الْمَغْنَمُ دُوَلًا، وَالاَمَانَةُ مَغْنَمًا، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، وَاَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، وَعَقَّ أُمَّهُ، وَبَرَّ صَدِيقَهُ، وَجَفَا اَبَاهُ، وَارْتَفَعَتِ الاَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَكَانَ زَعِيمُ القَوْمِ اَرْذَلَهُمْ، وَاُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَشُرِبَتِ الخُمُورُ، وَلُبِسَ الحَرِيرُ، وَاتُّخِذَتِ القَيْنَاتُ وَالمَعَازِفُ، وَلَعَنَ اٰخِرُ هَذِهِ الاُمَّةِ اَوَّلَهَا، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ اَوْ خَسْفًا وَمَسْخًا.

আমার উম্মাত যখন পনেরটি বিষয়ে লিপ্ত হয়ে পড়েবে তখন তাদের উপর বিপদ-মুসীবতের প্রাদুর্ভাব ঘটবে। প্রশ্ন করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেগুলো কী? তিনি বললেন, গানীমাতের মাল ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হবে; আমানাত লুটের মালে পরিণত হবে; যাকাত জরিমানারূপে গণ্য হবে; পুরুষ তার স্ত্রীর আনুগত্য করবে এবং তার মায়ের অবাধ্য হবে; বন্ধুর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে কিন্তু পিতার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে; মাসজিদে শোরগোল করা হবে; সবচাইতে খারাপ চরিত্রের লোক হবে তার সম্প্রদায়ের নেতা; কোন লোককে তার অনিষ্টতার ভয়ে সম্মান করা হবে; মদ পান করা হবে; রেশমী বস্ত্র পরিধান করা হবে এবং এই উম্মাতের শেষ যামানার লোকেরা তাদের পূর্বযুগের লোকদের অভিসম্পাত করবে। তখন তারা যেন একটি অগ্নিবায়ু অথবা ভূমিধস অথবা চেহারা বিকৃতির আযাবের অপেক্ষা করে (Al-Tirmidi, 2210)।

পৃথিবীতে মানুষের অব্যাহত দূষণ সৃষ্টি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ডেকে নিয়ে আসে। তাই যারা দূষণের কাজে জড়িত তাদেরকে দূষণ থেকে বিরত রাখা সম্ভব না হলে আমরা সকলেই দুর্যোগে আপতিত হবো। হাদীসে এ বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِي حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا سَفِينَةً، فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي اَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي اَعْلاَهَا، فَكَانَ الَّذِي فِي اَسْفَلِهَا يَمُرُّونَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِينَ فِي اَعْلاَهَا، فَتَاَذَّوْا بِهِ، فَاَخَذَ فَاْسًا، فَجَعَلَ يَنْقُرُ اَسْفَلَ السَّفِينَةِ ، فَاَتَوْهُ فَقَالُوا مَا لَكَ قَالَ تَاَذَّيْتُمْ بِي، وَلاَ بُدَّ لِي مِنَ الْمَاءِ، فَاِنْ اَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ اَنْجَوْهُ وَنَجَّوْا اَنْفُسَهُمْ، وَاِنْ تَرَكُوهُ اَهْلَكُوهُ وَاَهْلَكُوا اَنْفُسَهُمْ.

আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখার ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শনকারী ও তা লঙ্ঘনকারীদের দৃষ্টান্ত ওই ব্যক্তিদের মতো যারা একটি বড় জাহাজে আরোহণ করে লটারির মাধ্যমে জাহাজের তলা নির্ধারণ করে নিয়েছে। কিছু লোক জাহাজের

উপর তলায় আর কিছু লোক নিচ তলায় অবস্থান নিয়েছে। নিচ তলার লোকদের পানির প্রয়োজন হলে তারা উপরে আসে এবং ওপর তলায় অবস্থানকারীদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করে পানি সংগ্রহ করে। এতে উপরের তলার লোকজন বিরক্ত হলো। এমতাবস্থায় একজন কুড়াল নিয়ে নৌযানের নিচের অংশ ছিদ্র করতে লাগল। তখন উপরের তলার লোকজন এসে বলল, তোমার কী হয়েছে? তখন সে বলল, আমার কারণে তোমরা কষ্ট পেয়েছ; অথচ আমারও পানির প্রয়োজন রয়েছে। এমতাবস্থায় যদি তারা তার হাত ধরে ফেলে (যে, ছিদ্র করতে দেব না) তবে তারা সকলেই বেঁচে যাবে। আর যদি উপরস্থ লোকেরা নিচের লোকদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দেয় এবং তাদেরকে তাদের এই সিদ্ধান্ত থেকে নিবৃত না করে (আর তারা ছিদ্র করে ফেলে) তবে সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে। (Al-Bukhārī 2004, 2686)।

২. দুর্যোগ প্রশমন

দুর্যোগের দীর্ঘস্থায়ী হ্রাস এবং দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতিকেই দুর্যোগ প্রশমন বলে। প্রায়োগিক বিবেচনায় প্রশমন বলতে সেই সব কার্যক্রমের সমষ্টিকে বোঝায় যা প্রাকৃতিক আপদ, পরিবেশগত বিপর্যয় এবং প্রযুক্তিগত আপদ থেকে উদ্ভূত প্রতিকূল প্রভাব দূর করতে সহায়ক (Mohontto 2013, 5)। প্রশমন কার্যক্রম দুই ধরনের হতে পারে-

ক. কাঠামোগত প্রশমন : দুর্যোগের দীর্ঘস্থায়ী হ্রাস ও ক্ষয়ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে সম্ভাব্য দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায় মজবুত শক্ত অবকাঠামো নির্মাণ, শস্য বহুমুখীকরণ, ভূমি ব্যবহারে বিপর্যয় হ্রাসের কৌশল নির্ধারণ, বেড়িবাঁধ নির্মাণ, নদী খনন, আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, বনায়ন, কম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় লোক স্থানান্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন, স্বেচ্ছাসেবী দলগঠন ইত্যাদি কার্যক্রম দুর্যোগ প্রশমনের আওতাভুক্ত। বাংলাদেশ সরকার কাঠামোগত প্রশমন কার্যক্রমের অধীনে উপকূলীয় এলাকায় বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করেছে। দুর্যোগের সময় আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন যাবৎ অনুভূত হচ্ছিল। তাছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, বিধিবদ্ধ সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থা কর্তৃক নির্মিতব্য ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের স্থান নির্বাচন, নির্মাণ এবং ইতোমধ্যে নির্মিত আশ্রয়কেন্দ্রের বহুমুখী ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করাও জরুরি হয়ে পড়েছিল। এ সকল বিবেচনার ভিত্তিতে মন্ত্রিসভার অনুমোদনক্রমে 'ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১১' প্রণয়ন করা হয়েছে (MoDMR 2018b, 6)। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project (ECRRP)-শীর্ষক প্রকল্পের

আওতায় বিগত চার বছরের (২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪) সিডর-এ ক্ষতিগ্রস্ত ১২টি জেলায় ১২টি ইমার্জেন্সি পিকআপ, ৬৪টি হ্যান্ড টুল সেট, ১৪৪টি হ্যান্ডি মেগাফোন, ১৪৪টি স্ট্রেচার, ১৪৪টি ফাস্ট এইড কিট, ৭৬৮ টি বড়ি হারনেস, অরেঞ্জ ভেস্ট ও আইডেন্টিফিকেশন কার্ড, কশান টেপ, ১৪৪ টি টেন্ট ও গ্রাউন্ড সীট, ৭৬৮ পি ফ্লাশ লাইট ও পোর্টেবল জেনারেটর, ১২টি স্মল মেরিন রেসকিউ বোট ক্রয় করে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও দুর্যোগকালীন সময়ে আগাম সতর্কবার্তা প্রচারের জন্য দুর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ ৩৫ টি উপজেলায় পোল ফিটেড মেগাফোন সাইরেন স্থাপন করা হয়েছে। ৬টি মোবাইল এম্বুলেন্স বোট ক্রয় করে ৬টি জেলায় (খুলনা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, ভোলা এবং চট্টগ্রাম) বিতরণ করা হয়েছে। ৪টি সী সার্চ এন্ড রেসকিউ বোট ক্রয় করে কোস্ট গার্ডকে ৩টি ও র‍্যাবকে ১টি বোট প্রদান করা হয়েছে। দুর্যোগকালীন উপকূলীয় জেলার সঙ্গে স্বাভাবিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা অচল হয়ে গেলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কার্যক্রম সচল রাখার জন্য জরুরি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের জন্য ১৩টি স্যাটালাইট ফোন বিতরণ করা হয়েছে (MoDMR 2018b, 28-29)। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৬০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৬৪৬টি ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ, ১৭৪.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৫৬টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং ১৯৯.৭৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে (MoDMR 2018, 2)।

ইসলাম আমাদেরকে যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা ও দুর্যোগের ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে শরীআহসম্মত যেকোনো পদক্ষেপ গ্রহণে নির্দেশনা দেয়। দুর্যোগকালে বিশেষত বন্যা, ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছ্বাসের ক্ষেত্রে দ্রুত পানি নিষ্কাশনের সুবিধার্থে পর্যাপ্ত খাল-বিল খনন এবং দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের খাবার পানি সরবরাহে পানির পাম্প স্থাপন করা খুবই জরুরী। এ সম্পর্কে ইসলামী নীতি হলো- পুকুর, ঝিল, কূপ ও ঝরনা যদি ব্যক্তিমালিকানাধীন না হয়, তবে এসব থেকে উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে সকল মানুষের সমান অধিকার রয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন,

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ، وَالْكَلَإِ، وَالنَّارِ.

সকল মুসলমান তিনটি জিনিসের ক্ষেত্রে সম অংশীদার : (ক) পানি, (খ) ঘাস ও (গ) আগুন (Ibn Mājah, 2472)।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনে খাল খনন করতে হবে। আর এ সকল ব্যয় ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মাল তথা সরকারি কোষাগার বহন করবে। বায়তুল মাল সম্পূর্ণ বহন করতে না পারলে সরকার এ ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য বিত্তবানদের বাধ্য

করবে (IFB 2009, 477)। হযরত ওমর রা. সমগ্র বিজিত এলাকায় নদী-নালা প্রবাহিত করেন- বাঁধ তৈরি করেন, পুকুর খনন, পানি সরবরাহের জন্য জলাধার সৃষ্টি করান, নদী-নালার শাখা-প্রশাখা বের করেন এবং এ জাতীয় কাজ সম্পাদনের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগের পত্তন করেন (Ali, 1980, 141)।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপযোগী তথা শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে দুর্যোগ প্রশমনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। অর্থাৎ, এমন শস্য জাত আবিষ্কার করা, যা দুর্যোগ উপেক্ষা করে টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। যেমন- বর্ষা মৌসুমের উপযোগী ধান, একইসঙ্গে শুষ্ক মৌসুমে কম পানি ব্যবহারে উৎপন্ন ধানের জাত আবিষ্কার, বর্ষায় ভাসমান সবজি চাষ ইত্যাদি। এক্ষেত্রে কৃষি বিজ্ঞানীদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। বান্দার চেষ্টার মাধ্যমে মহান আল্লাহই বান্দার সমস্যা সমাধানের পথ তৈরি করেন। কুরআনের বাণী,

﴿وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا﴾

যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার পথ করে দেবেন (Al-Qurān, 65 :2)।

দুর্যোগ ক্ষয়ক্ষতি থেকে উপকূলবাসীর নিরাপত্তার স্বার্থে সংরক্ষিত বনাঞ্চল গড়ে তোলা প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ স.-এর হাদীসে সংরক্ষিত বনাঞ্চল গড়ে তোলার প্রতি নির্দেশনা রয়েছে,

عَنْ عَدِيِّ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: حَمَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ بَرِيدًا بَرِيدًا: لَا يُخْبَطُ شَجَرُهُ، وَلَا يُعْضَدُ، اِلَّا مَا يُسَاقُ بِهِ الْجَمَلُ.

আদী ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. মদিনার প্রত্যেক প্রান্তে সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন এবং এই মর্মে আদেশ করেছিলেন যে, এই সীমানার মধ্যে কোন গাছ মুণ্ডন বা কর্তন করা যাবে না, তবে যা উট খায় তা ব্যতীত (Abū Dāūd 1420H, 2036) ।

খ. অকাঠামোগত দুর্যোগ প্রশমন (প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা) : দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে প্রশিক্ষণ, গণসচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্যক্রম অকাঠামোগত দুর্যোগ প্রশমনের আওতাভুক্ত। প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস ও দুর্যোগ পরবর্তী উদ্ধার কার্যক্রমসহ সকল ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করা যায়। তাই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা বৃদ্ধি একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম অধিকতর ফলপ্রসূভাবে পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্রভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে (MoDMR 2018b, 9)। কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ এবং তাদের চাকরির শর্তাবলির বিস্তারিত গঠন উল্লেখসহ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

নিয়োগ বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন করে তা অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ হয়েছে (MoDMR 2018b, 8)। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project (ECRRP)-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিগত চার বছরের (২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪) ১২টি জেলায় ৪৪৫০ জন নারী ও ৮৬১৪ জন পুরুষকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে (MoDMR 2018b, 28)। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে AIT, Thiland এর ব্যবস্থাপনায় থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়াতে 'Disaster Risk Reduction and Management' শীর্ষক প্রশিক্ষণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ৬৭ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়াও নিয়মিতভাবে বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক সংস্থার আমন্ত্রণে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ছাড়াও মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত চুক্তির আলোকে ১৮১ (একশত একাশি) জন কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে (MoDMR 2018, 20-21)। ইসলামও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্বারোপ করে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾

এবং আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে (Al-Qurān, 13 : 11)।

৩. পূর্বপ্রস্তুতি

দুর্যোগপূর্ব প্রস্তুতি বলতে দুর্যোগপূর্ব সময়ে দুর্যোগের ঝুঁকি কমানোর ব্যবস্থাসমূহকে বোঝায়। আগে থেকে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিতকরণ, দুর্যোগ সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, জরুরি অবস্থা মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, ড্রিল এবং রাস্তাঘাট, যানবাহন, বেতার যন্ত্র ইত্যাদি দুর্যোগের পূর্বে প্রস্তুত রাখা দুর্যোগ প্রস্তুতির অন্তর্ভুক্ত। সর্বোপরি দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি হলো- প্রকৃত জরুরি অবস্থার সময় অধিকতর কার্যকরীভাবে অথবা সময়োচিত সাড়া প্রদানের জন্য পূর্বে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ (Rahman 2009, 89)। পূর্বপ্রস্তুতির দুটি মৌলিক দিক রয়েছে-

ক. পরিকল্পনা : পূর্বপ্রস্তুতির প্রধান দিক হলো পরিকল্পনা প্রণয়ন। বাংলাদেশ সরকারও জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে। জাপানের কোবে শহরে ২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে বিশ্ব সম্মেলনে গৃহীত 'হিউগো

ফ্রেমওয়ার্ক ফর এ্যাকশন' এর অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ করা হয়। দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবিলাসহ উন্নয়নের মূলধারায় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা: ২০১০-২০১৫' প্রণয়ন করে বই আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা: ২০১৬-২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে (MoDMR 2018b, 6)। এ পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকারী তত্ত্বাবধানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ইসলাম যেকোনো কাজের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়। পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে কুরআন ইউসুফ আ. কর্তৃক গৃহীত সাতবছর মেয়াদী পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّیْٓ اَرٰی سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ یَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعَ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّ اُخَرَ یٰبِسٰتٍ ؕ یٰۤاَیُّهَا الْمَلَاُ اَفْتُوْنِیْ فِیْ رُءْیَایَ اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْیَا تَعْبُرُوْنَ ــ قَالُوْۤا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۚ وَمَا نَحْنُ بِتَاْوِیْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِیْنَ ــ وَ قَالَ الَّذِیْ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاْوِیْلِهٖ فَاَرْسِلُوْنِ . یُوْسُفُ اَیُّهَا الصِّدِّیْقُ اَفْتِنَا فِیْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ یَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّ سَبْعِ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّ اُخَرَ یٰبِسٰتٍ ۙ لَّعَلِّیْۤ اَرْجِعُ اِلَی النَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَعْلَمُوْنَ . قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِیْنَ دَاَبًا ۚ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِیْ سُنْۢبُلِهٖۤ اِلَّا قَلِیْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ ـ ثُمَّ یَاْتِیْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ یَّاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِیْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ ـ ثُمَّ یَاْتِیْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِیْهِ یُغَاثُ النَّاسُ وَفِیْهِ یَعْصِرُوْنَ﴾

রাজা বলল, আমি স্বপ্ন দেখলাম সাতটি স্থূলকায় গাভী, তাদেরকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে এবং দেখলাম সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক। হে পারিষদবর্গ! যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পার, তবে আমার স্বপ্ন সম্পর্কে অভিমত দাও। তারা বলল, এটি অর্থহীন স্বপ্ন এবং আমরা এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ নই। দুজন কারারুদ্ধের মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পরে যার স্মরণ হলো সে বলল, আমি তোমাদের এর তাৎপর্য জানাবো, সুতরাং তোমরা আমাকে পাঠাও। সে বলর, হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি স্থূলকায় গাভীকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক শীষ সম্বন্ধে তুমি আমাদেরকে ব্যাখ্যা দাও, যাতে আমি লোকদের নিকট ফিরে যেতে পারি এবং যাতে তারা অবগত হতে পারে। ইউসুফ বলল, তোমরা সাত বছর একাদিক্রমে চাষ করবে, অতঃপর তোমরা যে শস্য কর্তন করবে তার মধ্যে

যে সামান্য পরিমাণ তোমরা ভক্ষণ করবে তা ব্যতীত সমস্ত শীষসমেত রেখে দিবে। এরপর আসবে সাতটি কঠিন বছর, এ সাত বছর যা পূর্বে সঞ্চয় করে রাখবে লোকে তা খাবে, কেবল সামান্য কিছু যা তোমরা সংরক্ষণ করবে তা ব্যতীত। অতঃপর আসবে এক বছর, যে বছর মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং সে বছর মানুষ প্রচুর ফলের রস নিংড়াবে (Al-Qurān, 12 : 43-49)।"

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠু, টেকসই, দীর্ঘমেয়াদি ও যুগোপযোগী পরিকল্পনা করার লক্ষ্যে দেশের শীর্ষ পরিবেশবিদগণের সঙ্গে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের পরামর্শ করা প্রয়োজন দরকার। ইসলাম পরামর্শ করে কাজ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِی الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَی اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِیْنَ﴾

আর কাজে-কর্মে তাদের সঙ্গে পরামর্শ কর। অতঃপর তুমি কোন সংকল্প করলে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালবাসেন (Al-Qurān, 3 : 159)।

খ. জরুরী অবস্থা মোকাবিলায় ব্যবস্থা গ্রহণ : দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতির অন্যতম দিক হলো দুর্যোগকালীন জরুরী অবস্থা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা সরঞ্জাম, ঔষুধ, যানবাহন, বেতার যন্ত্র ইত্যাদির যথাযথ বণ্টন ও ব্যবহার নিশ্চিত করা। বাংলাদেশ সরকার জরুরী খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসা সরঞ্জাম সংরক্ষণের পাশাপাশি জরুরী অবস্থা মোকাবিলায় Multi-hazar Risk and Vulnerability Assessment (MRVA) ও Damage and Need Assessment (DNA) নামে দুটি বিশেষ সেল গঠন করা হয়েছে। সেলের জন্য কম্পিউটার সামগ্রী, এয়ার কুলার, ফটোকপিয়ার, সফটওয়্যার, ট্রেনিং ইকুইপমেন্ট ও ICT সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে। বর্তমানে কোন দুর্যোগ সংঘটিত হলে সেল দুটির মাধ্যমে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এসওএস ফরম এর মাধ্যমে দুর্যোগের তাৎক্ষণিক ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ এবং ডি ফরম এর মাধ্যমে তিন সপ্তাহের মধ্যে ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত বিবরণ মাঠ পর্যায় হতে অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয় (MoDMR 2018b, 9)। বাংলাদেশ সরকার দুর্যোগকালীন জরুরী অবস্থা মোকাবিলায় বিভিন্ন ত্রাণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেশের ৬৪টি জেলায় সর্বমোট ২০২৯৮৬০০০/= টাকার জিআর (General Relief) চাল ও জিআর ক্যাশ ডেউটিন এবং গৃহনির্মাণ বাবদ মঞ্জুরী বরাদ্দ বিতরণ করা হয় (MoDMR 2018, 12-13)।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে দুর্যোগকালীন সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধানের ওপর বর্তাবে। কেননা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত এলাকার জনসাধারণের সকল দুঃখ-কষ্ট নিবারণের সম্ভাব্য সব রকমের প্রচেষ্টা চালানো তার জন্য ফরজ। তাই

সরকারী ব্যবস্থাপনায় জরুরী অবস্থা মোকাবিলায় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আমীরুল মুমিনীন উমর রা. দুর্ভিক্ষের সময় দুর্ভিক্ষপীড়িত মদিনার মানুষের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে সব গর্ভনর ও প্রশাসকের কাছে পত্র পাঠান। গভর্নরদের পাঠানো খাদ্য প্রবীণ সাহাবীদের নিয়ে স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করে তালিকা করে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদের নামে রাষ্ট্রীয় সিল দিয়ে পাঠানো হয়। এছাড়াও দুর্যোগকালীন খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষ্যে গুদাম নির্মাণ করেন (Ali 1985, 138)। ইসলাম খাদ্য খাওয়ানোকে অত্যধিক পুণ্যের কাজ বলে মনে করে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞাসা করলেন? ইসলামের মধ্যে সর্বোত্তম কাজ কোনটি? তিনি বললেন,

تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

অন্যকে খাদ্য খাওয়ানো এবং পরিচিত ও অপরিচিত সকলের মাঝে সালামের প্রচলন করা (Al-Bukhārī, 12)।

৪. সাড়াদান

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার একটি মৌলিক অংশ সাড়াদান। দুর্যোগের পরপরই উপযুক্ত সাড়াদানের প্রয়োজন হয়। সাড়াদান বলতে নিরাপদ স্থানে অপসারণ, তল্লাশি, উদ্ধার, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমকে বোঝায় (Al Rabbi 2016, 105)। যথাযথ জরুরী সাড়াদান কার্যক্রমের মাধ্যমে যে-কোনো ধরনের দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা ও জীবন রক্ষা করা সম্ভব। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, নদীভাঙ্গন, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষ, পশুপাখির আহত ও নিহত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ফলে দুর্যোগ পরবর্তী ব্যবস্থাপনার প্রধান কাজ হলো দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায় জরুরি উদ্ধার তৎপরতায় অংশ নেয়া। যাতে আক্রান্ত মানুষ আহত অবস্থায় বিনা চিকিৎসায় মারা না যায়। বাংলাদেশ সরকার সার্কভুক্ত দেশসমূহ যাতে পরস্পরের দুর্যোগে জরুরি সাড়াদানে দ্রুত এগিয়ে আসে সে লক্ষ্যে ২০১১ সালের নভেম্বর মাসে সার্কভুক্ত দেশসমূহের সঙ্গে SAARC Agreement on Rapid Response to Natural Disasters- শীর্ষক একটি চুক্তি সম্পাদন করেছে (MoDMR 2018b, 7)। যে কোন দুর্যোগে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়াদান এবং বিশেষত আগাম সতর্কসংকেত প্রচার-সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ সাড়াদান কেন্দ্রগুলো, যথা-বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও বন্যা পুর্ভাবাস কেন্দ্র ইত্যাদির সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করার নিমিত্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে স্থাপিত কন্ট্রোল রুমকে পরিবর্তন করে "জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র" (NDRCC) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কেন্দ্রটিতে প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ও টেলিফোন স্থাপন করে কর্মশালা অনুষ্ঠানের উপযোগী করা হয়েছে। কেন্দ্রটি সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখা হয়

এবং প্রতিদিন "দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন" প্রকাশ করা হয়। এভাবে সরকার দুর্যোগ-পরবর্তী সাড়াদান কার্যক্রম দ্রুত ও কার্যকরী করার লক্ষ্যে বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করছে (MoDMR 2018b, 9)। সারাদেশে জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সাড়াদান মহড়া প্রতিবছর আয়োজন করা হয়। মহড়ায় সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় এনজিওসমূহ অংশগ্রহণ করে থাকে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, United states Army Pacific Command এবং বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশের সরকারি, বেসরকারি সংস্থাসমূহ ও বিশ্বের বিভিন্ন বন্ধুপ্রতিম দেশ থেকে দুর্যোগ মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের নিয়ে বিগত ১০ বছরে ধরে ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগের ওপরও মহড়া "Disaster Response Exercise and Exchange (DREE)" আয়োজন করে আসছে; এছাড়াও বিবিধ বিষয়ে কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে (MoDMR 2018b, 19)।

ইসলাম দুর্যোগ-পরবর্তী উদ্ধার কার্যক্রমের সাড়া দিয়ে নিহতের সৎকার এবং আহতদের চিকিৎসা সেবা দিতে নির্দেশনা দেয়। কেননা, ইসলাম সর্বাবস্থায় সকলের নিরাপত্তায় বদ্ধপরিকর। এটি নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব একইসঙ্গে সমাজের সদস্য হিসেবে প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব দুর্যোগকালীন বিপদমুহূর্তে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সহায়তা করা। একইসঙ্গে ইসলাম যাকাতের অর্থ থেকে মুসলিম সরকারের অধীন যে কোনো স্থানে বন্যা, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত, খরা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, অগ্নিকাণ্ড, দুর্ভিক্ষ, মহামারী এবং দুর্ঘটনাহেতু ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমানদের জরুরী সাহায্য প্রদান, খাদ্য ও ঔষধ সরবরাহ এবং আশ্রয়হীনদের পুনর্বাসন করতে নির্দেশনা দেয় (Khan 1984, 303-305)। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

لَا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ.

আল্লাহ তার প্রতি দয়া করে না, যে অন্য মানুষের প্রতি দয়া না করে (Muslim 1999, 7376)।

৫. পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন

এটি হলো আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর সুযোগ-সুবিধা ও সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়ার পদক্ষেপসমূহ (Mohontto 2013, 5)। অনেকে এ দুটি পরিভাষাকে এক মনে করলেও দুটি পরিভাষায় সামান্য পার্থক্য রয়েছে। পুনরুদ্ধার একটি জনগোষ্ঠীর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত অত্যাবশ্যকীয় সেবাসমূহের দ্রুত স্বাভাবিক এবং প্রতিস্থাপনের প্রাথমিক প্রচেষ্টা। আর পুনর্বাসন হলো প্রাতিষ্ঠানিক এবং জনগণের সুযোগ-সুবিধাসমূহকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে সহায়তা করা (Rahman 2009, 89)। সর্বোপরি, দুর্যোগে সম্পদ, পরিবেশ,

সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো ইত্যাদির যে ক্ষতি হয়ে থাকে তা পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে দুর্যোগপূর্ব অবস্থায় বা সম্ভব তদপেক্ষা ভালো অবস্থায় ফিরিয়ে আনাকেই পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন কার্যক্রম বলে। এক্ষেত্রে দুর্যোগের সামাজিক, অর্থনৈতিক, অবকাঠামোগত, পরিবেশগত, বাস্তুসংস্থানগত ইত্যাদি সকল বিষয়ে পূর্ণ অনুসন্ধানপূর্বক সকল অবকাঠামোগত পুনর্নির্মাণ অথবা সংস্কার করে ব্যবহার উপযোগী করে তোলা। বাংলাদেশ সরকার উদ্ধার কার্যক্রম দ্রুত ও সফলতার সঙ্গে পরিচালনার স্বার্থে বিভিন্ন অত্যাধুনিক যন্ত্র ক্রয় করে। বিশেষত, Procurement of Equipment of Search & Rescue Operation on Earthquake and other Disaster (Phase I) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ভূমিকম্পে উদ্ধার ও অনুসন্ধান কাজে যন্ত্রপাতি সংগ্রহের লক্ষ্যে জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১১ পর্যন্ত ৬৯ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। একইভাবে Procurement of Equipment of Search & Rescue Operation on Earthquake and other Disaster (Phase II) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগে অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা এবং দুর্যোগ পরবর্তী উদ্ধার কাজে জরুরী ভিত্তিতে সাড়া দেওয়ার এ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৩১২৩.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং আমর্ড ফোর্সেস ডিভিশনের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়/সংগ্রহপূর্বক হস্তান্তর করা হয়েছে। এসব যন্ত্রপাতি সংরক্ষণের জন্য একটি শেড নির্মাণ করা হয়েছে (MoDMR 2018b, 27-28)। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ভূমিকম্প পরবর্তী সময়ে উদ্ধার ও অনুসন্ধান কাজে ব্যবহারের জন্য ১৫৩.৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩০৩৫টি যন্ত্রপাতি এবং ৭৮.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২টি ইমার্জেন্সি পিকআপ ভ্যান, ৬টি মোবাইল এ্যাম্বুলেন্স বোট, ৪টি সী সার্চ এন্ড রেসকিউ বোট, ১২টি স্মল মেরিন রেসকিউ বোট ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে (MODMR 2018, 2)। ইসলামী দৃষ্টিকোণে দুর্যোগ পরবর্তী আক্রান্ত মানুষের সেবা করা, তাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করেতে এগিয়ে আসা প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের পার্থিব কষ্টসমূহের মধ্যে একটা কষ্ট দূর করে দেয়, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার একটা কষ্ট দূর করে দিবেন (Muslim 1999, 2580/58)।

৬. উন্নয়ন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন হলো ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাকে দুর্যোগপূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনা অর্থাৎ, পুনর্বাসন কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর ঐ এলাকার উন্নয়ন কাজে হাত দেয়া। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় উন্নয়নের লক্ষ্য হলো- জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও

অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং তা বজায় রাখার জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা (Rahman 2009, 89)। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হাতে নেওয়ার পূর্বে ভৌগোলিক ও পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে। উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় কারো যেন ক্ষতি না হয় সেদিকে খেয়াল করার পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন[৬] নিশ্চিত করতে হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন একটি বহুমাত্রিক এবং বৃহৎ আর্থিক ব্যবস্থাপনার অংশ। তাই এ ব্যবস্থাপনার সফলতার সঙ্গে সুশাসনের গুরুত্ব অন্তর্নিহিত রয়েছে। উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে সুশাসনকেও ধরা হয়। সুশাসন উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে এবং একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পদকে উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করে (Nasrin 2002, 116)। রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য হলো, এসকল উন্নয়ন কাজে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠুভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা, কেননা রাষ্ট্রের নাগরিকের জান, মালের নিরাপত্তা দেয়া রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ...

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, জেনে রেখো, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর প্রত্যেকেই নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। সুতরাং আমীর, যে জনপ্রতিনিধি সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে ... (Muslim 1999, 1829/20)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অর্থায়নে অন্তত ২০টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ অংশগ্রহণ করে থাকে। এগুলো হলো- ১. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, ২. পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ৩. কৃষি মন্ত্রণালয়, ৪. মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ৫. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ৬. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, ৭. গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ৮. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ৯. জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, ১০. স্থানীয় সরকার বিভাগ, ১১. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১২. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১৩. ভূমি মন্ত্রণালয়, ১৪. শিল্প মন্ত্রণালয়, ১৫. স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, ১৬. বিদ্যু বিভাগ, ১৭. খাদ্য মন্ত্রণালয়, ১৮. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, ১৯. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ২০.

৬. Sustainable development is "the [human] needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs." ভবিষৎ প্রজন্মের চাহিদা পূরণে কোন বাধা সৃষ্টি না করে বর্তমান জনগোষ্ঠীর চাহিদা মেটানোই হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন। (World Commission on Environment and Development-1987. From One Earth to One World: An Overview 1987, 8)

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ। এ সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ ২০১৮-১৯ জাতীয় বাজেটের ৪৫.৮৯% বরাদ্দ পেয়েছে। এ ২০টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ মোট বাজেটের ৮.৮২% বরাদ্দ কেবল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা খাতেই ব্যায়ের জন্য নির্ধারিত এছাড়াও এ ২০টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ মোট বাজেটের ৮.৪৩% বরাদ্ধ পেয়েছে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনায় (MoF, 13-14)। বর্তমান সরকার দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও জনগণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রতিবছর ক্রমবর্ধিত হারে আর্থিক, মেধাসম্পদ, প্রযুক্তির প্রসারসহ বিবিধ সম্পদের নিয়মিত প্রবাহ নিশ্চিত করেছে। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে এ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ ছিল প্রায় ৫৭১১.১৯ কোটি টাকা যা ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে এসে দাঁড়ায় ৮৮৫৩.১২ কোটি টাকায় (MoDMR 2018b, 5)। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মূল বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (Annual Development Programme-ADP) তে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ৭টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ছিল ১৩৮৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে জিওবি ১৩১৫ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৭০ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ০৭টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ পাওয়া যায় ১৪৯৫ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে জিওবি ১৪২২ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৭৩ কোটি ৩ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ, সংশোধিত এডিপিতে প্রকল্প সাহায্য ও জিওবি প্রত্যেক ক্ষেত্রে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে ৭.৯০% (জিওবি ৯.১১% প্র: সা: ৩.৮৮%)। অপরদিকে, জুন ২০১৮ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১৩০৪ কোটি ০২ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ১২৫৩ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৫০ কোটি ০৮ লক্ষ টাকা এবং মন্ত্রণালয়ের আর্থিক অগ্রগতি ৮৭.২১%, যার মধ্যে জিওবি ৮৮.১৭% ও প্রকল্প সাহায্য ৫৮.৫৬% (MoDMR 2018, 18)।

এ সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক ও দেশীয় ফান্ড থেকে আর্ন্তজাতিক প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি নিজস্ব উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। বাংলাদেশ একটি দুর্নীতিপরায়ণ দেশ, এদেশের উন্নয়নমূলক যেকোনো কর্মকাণ্ড দুর্নীতির আগ্রাসনের শিকার। দুর্নীতি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে ব্যাহত করে। ইসলাম উন্নয়ন কার্যক্রমে সকল ধরনের ঘুষ, দুর্নীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। হাদিসে এসেছে,

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ .

রাসূলুল্লাহ স. ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতাকে অভিশপম্পাত করেছেন (Al-Tirmidi, 1336)।

অর্থের বিনিময়ে অযোগ্য ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেয়া উন্নয়ন কাজে সফলতা লাভে ব্যর্থতার মূল কারণ। ইসলাম এ ধরনের কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী,

عَنْ اَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ ابْنَ الاُتَبِيَّةِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ، فَلَمَّا جَاءَ اِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَاسَبَهُ قَالَ: هَذَا الَّذِي لَكُمْ، وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ اُهْدِيَتْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ اَبِيكَ، وَبَيْتِ اُمِّكَ حَتَّى تَاْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ اِنْ كُنْتَ صَادِقًا ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَطَبَ النَّاسَ وَحَمِدَ اللَّهَ وَاَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اَمَّا بَعْدُ، فَاِنِّي اَسْتَعْمِلُ رِجَالًا مِنْكُمْ عَلَى اُمُورٍ مِمَّا وَلَّانِي اللهُ فَيَاْتِي اَحَدُكُمْ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ اُهْدِيَتْ لِي، فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ اَبِيهِ، وَبَيْتِ اُمِّهِ حَتَّى تَاْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ اِنْ كَانَ صَادِقًا، فَوَاللَّهِ لاَ يَاْخُذُ اَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا - قَالَ هِشَامٌ بِغَيْرِ حَقِّهِ - اِلَّا جَاءَ اللهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، اَلاَ فَلَاَعْرِفَنَّ مَا جَاءَ اللهَ رَجُلٌ بِبَعِيرٍ لَهُ رُغَاءٌ، اَوْ بِبَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ، اَوْ شَاةٍ تَيْعَرُ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَاَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ, اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ.

আবূ হুমায়দ সাঈদী রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ স. ইবনু লুতাবিয়্যাকে বানী সুলায়ম-এর যাকাত সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত করলেন। সে রাসূলুল্লাহ স.-এর কাছে ফিরে এলে তিনি তার কাছে হিসাব চাইলেন। সে বলল, এগুলো আপনাদের আর এগুলো উপঢৌকন যা আমাকে দেয়া হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ স. বললেন, তুমি সত্যবাদী হলে তোমার বাবার ঘরে ও মায়ের ঘরে বসে থাকলে না কেন, যাতে উপঢৌকন তোমার কাছে আসত ? রাসূলুল্লাহ স. উঠে দাঁড়ালেন এবং লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন। তারপর বললেন, অতঃপর মহান আল্লাহ আমার উপর যেসব দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন তার কিছু কাজের জন্য তোমাদের কতক লোককে নিযুক্ত করে থাকি। তাদের কেউ এসে বলে এগুলো আপনাদের, আর এগুলো উপঢৌকন যা আমাকে দেয়া হয়েছে। সে সত্যবাদী হলে তার বাবার ঘরে ও মায়ের ঘরে কেন বসে থাকল না, যাতে তার উপঢৌকন তার কাছে আসে? আল্লাহর শপথ! তোমাদের কেউ যেন তা থেকে অন্যায়ভাবে কিছু গ্রহণ না করে। তা না হলে সে কিয়ামাতের দিন তা বহন করে আল্লাহর সামনে আসবে। সাবধান! আমি অবশ্যই চিনতে পারব যা নিয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হবে। এক ব্যক্তি উট নিয়ে আসবে যা চেঁচাতে থাকবে অথবা গরু নিয়ে আসবে যে গরুটি হাম্বা হাম্বা করতে থাকবে, অথবা ছাগল নিয়ে আসবে, যে ছাগল ভ্যা ভ্যা করতে থাকবে। অতঃপর তিনি হাত দু'খানা উপরের দিকে এতটুকু উঠালেন যে, আমি তার বগলের শুভ্র উজ্জ্বলতা দেখতে পেলাম। এবং বললেন, শোন! আমি কি (আল্লাহর বিধান তোমাদের নিকট) পৌঁছিয়েছি (Al-Bukhārī 2004, 7197)।

৭. বিধি-বিধান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

একটি দেশের কার্যক্রম পরিচালনায় আইন মুখ্য ভূমিকা পালন করে। আইনী বাধ্যবাধকতা কাজের সফলতা লাভে সহায়তা করে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে রাষ্ট্রের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং জনগণের সম্পৃক্ততা থাকায় সুনির্দিষ্ট আইন ছাড়া এক্ষেত্রে সফলতা লাভ সম্ভব না। বাংলাদেশ সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২' প্রণয়ন করেছে। এ আইনের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে- "দুর্যোগ মোকাবেলা বিষয়ক কার্যক্রমকে সমন্বিত, লক্ষ্যভিত্তিক ও শক্তিশালী করা এবং সকল ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলায় কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কাঠামো গড়িয়া তুলিবার নিমিত্ত বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন (MoLJPA 2012)।" বর্তমানে এ আইনের আলোকে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। একইসঙ্গে এ আইনের বিধি ও নীতি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে (MoDMR 2018b, 6)। এ আইনে ৬টি অধ্যায়ে ৫৯টি ধারা রয়েছে। এ আইনে উল্লেখযোগ্য দিক হলো- এ আইনের অধীনে একটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনের নির্দেশনা রয়েছে এবং নির্দেশনার আলোকে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল গঠন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বতন্ত্র দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন গঠন এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সমন্বয়ে জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ আইনের মাধ্যমে দুর্যোগের মাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য বিভিন্ন ঝুঁকি হ্রাসমূলক কর্মসূচি গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে সহায়তা করতে সরকারী সংশ্লিষ্ট বিভাগকে আদেশ দেয়া হয়েছে।

আক্রান্ত এলাকার জনগণের জন্য পুনর্বাসন কর্মসূচির প্রতি গুরুত্বারোপ করে জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমে সেনাবাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অংশগ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে। দুর্যোগ বিষয়ে গবেষণা করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল, ত্রাণভাণ্ডার গঠনের নির্দেশনা রয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাজে রাষ্ট্রীয় নির্দেশ অমান্য অথবা দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদানের শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সম্পত্তির অপব্যবহার, আক্রান্ত এলাকার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদি অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে একইসঙ্গে মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগে ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত বিধান প্রবর্তন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক চুক্তি প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

ইসলামের বিধান মৌলিকভাবে দুইভাগে বিভক্ত- ক. ইবাদাত, খ. মুআমালাত। ইবাদাতের ক্ষেত্রে বিধান হলো নস বা দলিল না পাওয়া গেলে আমল করা যাবে না। অর্থাৎ, কুরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট দলিল পাওয়া না গেলে কোনো ইবাদাত করা

যাবে না। কিন্তু মুআমালাতের ক্ষেত্রে বিধান হলো নিষেধাজ্ঞা না পাওয়া পর্যন্ত করা যাবে। ইবাদাত ছাড়া বাকী সব মুআমালাতের অন্তর্ভুক্ত। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত আইন অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুআমালাতের অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী বলেন, "শরীয়তের প্রধান মূলনীতি হচ্ছে আল্লাহ তাআলা যা সৃষ্টি করেছেন, এর সবকিছুই হালাল (বৈধ)। কোনো বস্তু ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম (অবৈধ) হবে না, যতক্ষণ না শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে হারামের ব্যাপারে স্পষ্ট ঘোষণা আসবে (Al-Qaradawi 2016, 22)।" বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২' ইসলামী আইনে নিষিদ্ধ কোনো বিষয় বর্ণিত হয়নি; তাই এ আইনের আলোকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইসলামী নির্দেশনার আলোকে বৈধ বলে প্রমাণিত হয়। একইসঙ্গে ইসলামে হুদুদ (দণ্ডবিধি) শাস্তির বাইরে যেকোনো অপরাধের জন্য বিচারক তাযীরী শাস্তি দিতে পারেন; ফলে পরিবেশ দূষণকারী তথা দুর্যোগের নিয়ামক ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তিকে বিচারক তাযীরী শাস্তির আওতায় যেকোনো শাস্তি দিতে পারেন। যেমন- কেউ যদি জাতীয় সম্পদ অপচয় করে কিংবা আত্মসাৎ করে অথবা চুরি করে তাকে তাযীরী[৭] শাস্তির আওতায় কারাদণ্ড দেয়া যায়।

সুপারিশমালা

উপরিউক্ত আলোচনার পরিসমাপ্তিতে ইসলামী নির্দেশনার আলোকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সফলতা লাভে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা গ্রহণ করা যেতে পারে-

- দুর্যোগ প্রতিরোধ তথা দুর্যোগ সংঘটনের পূর্বে দুর্যোগ হওয়ার কারণসমূহ চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা। দুর্যোগের অনুঘটক পানি, বায়ু ও মাটির দূষণ রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে পানি, বায়ু ও মাটি দূষণ রোধে ইসলামী নির্দেশনা তুলে ধরা।
- দুর্যোগ প্রশমনে ইসলামী নির্দেশনার আলোকে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে দুর্যোগকালীন নিরাপত্তামূলক অবকাঠামো নির্মাণ করা।
- ইসলামী নির্দেশনার আলোকে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে সকলকে দুর্যোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে অবহিত করা এবং হাক্কুল ইবাদ হিসেবে অন্যের বিপদে এগিয়ে আসার ব্যাপারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা।

---

৭. তাযীর শব্দের অর্থ হলো বারণ করা ও ফিরিয়ে রাখা। শরীয়তের পরিভাষায় তাযীর হলো- আল্লাহ বা মানুষের অধিকার সংশ্লিষ্ট যেসব অপরাধের জন্য শরীয়া নির্দিষ্ট কোন শাস্তি কিংবা কাফ্ফারা নির্ধারণ করে দেয়নি সেসব অপরাধের শাস্তিকে তাযীর বলে (Ibn Hummam ND, 412)। হুদূদ ও কিসাস জাতীয় কয়েকটি অপরাধ ছাড়া অবশিষ্ট সব অপরাধই তাযীরী অপরাধ। (Abdur Rahim 2007, 203-204)

- সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে দুর্যোগকালীন ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাব্যতা নিরূপণ ও যথাযথ কর্মকৌশল নির্ধারণ। দুর্যোগ পরিকল্পনা প্রণয়নে রাষ্ট্রের, সমাজের এমনকি ইতঃপূর্বে দুর্যোগআক্রান্ত ব্যক্তির মতামত যাচাইপূর্বক কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা।
- ইসলামী দৃষ্টিকোণে প্রতিটি মানুষের উপর মানুষের হক রয়েছে, তার অন্যতম হলো বিপদে সাহায্য করা। ইসলামী নির্দেশনার আলোকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে তথা দুর্যোগ পরবর্তী উদ্ধার তৎপরতায় অংশগ্রহণ, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো উন্নয়ন। ইসলাম সকল কাজে সততা, নিষ্ঠা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেয়। ইসলামী নির্দেশনার আলোকে সকলকে দুর্যোগ উন্নয়ন খাতকে ঘুষ-দুর্নীতিমুক্ত রাখতে উৎসাহ দেয়া।
- প্রচলিত আইন ও ইসলামী আইনের আলোকে দুর্যোগ ব্যবস্থায় সংগঠিত অপরাধের ভয়াবহ শাস্তি সম্পর্কে অবহিত করা এবং সংশোধনের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।
- জাতীয়, স্থানীয় সকল প্রচার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ইসলামী নির্দেশনা শীর্ষক অনুষ্ঠান প্রচার করা।
- প্রচলিত 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২' আইনের সীমাবদ্ধতাগুলো দূর করা। এ আইনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণ ও জনপ্রতিনিধিগণের অংশগ্রহণ কম করানো হয়েছে। যাদের উপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তারা সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি হওয়ায় স্থানীয় পর্যায়ে তারা খুব কম যাতায়াত করে। এ আইনে বিশেষ দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের কোনো নির্দেশনা নেই। এ আইনে দুর্যোগের সঙ্গে সঙ্গে ত্রাণের কোন কথা উল্লেখ নেই। ফলে দুর্যোগের সঙ্গে ত্রাণের সম্পর্কের দিকটি বিশেষভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। আইন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া প্রয়োজন। স্থানীয় দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় তেমন কোন কার্যক্রমের কথা বলা হয়নি। দুর্যোগ অর্থায়নে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আরো কঠোর ও সুনির্দিষ্ট আইনের বিধান প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

উপসংহার

বিশ্বের দুর্যোগ আক্রান্ত দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশের মোট আয়তনের ৬৭ ভাগ বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায় অবস্থিত। এছাড়াও অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় এদেশ অবস্থিত। ফলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ বিষয়ের গুরুত্বের বিবেচনায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'দুর্যোগ

ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডি ডি এম)' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বিভিন্ন আইন ও বিধান প্রণয়ন করেছে। দেশীয় আইনের পাশাপাশি বাংলাদেশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইনের অনুস্বাক্ষর করেছে। আইনী কাঠামোর পাশাপাশি প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ হিসেবে জাতিসংঘ ও বিভিন্ন আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার তত্ত্বাবধানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রচলিত আইনের ত্রুটি, প্রশাসনিক দুর্বলতা, অর্থনৈতিক দুর্নীতি, নৈতিকতার অবক্ষয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সফলতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামের সহযোগিতা, সহমর্মিতার মনোভাব দুর্যোগকালীন পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। একইসঙ্গে ঘুষ, দুর্নীতি, চুরি, অপচয় ইত্যাদি ইসলামে নিষিদ্ধ হওয়ায় বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জড়িত কর্মকর্তাদেরকে ধর্মীয় অনুশাসনে উৎসাহী করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সফলতা বয়ে আনা সম্ভব হবে। একইসঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানকে ইসলামী নির্দেশনার আলোকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে জনসম্পৃক্ত একটি কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলা যাবে।

Bibliography

Al-Qurān al-Karim

Abdur Rahim, Muhammad. 2007. *Oporad Protirodhe Islam.* Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.

Abū Dauad, Abū Abdullah Soliman bin Asas bin Ishaq assijisttani. 1420H. *As-Sunan*. Beirut : Maktaba Asriyah.

Al Kāfī, Muhammad Abd al-Qādir. 1985. *Al-Qurān al-Karīm wa Talawuth al-Biyah.* Kuwait: Maktabah al-Manār al-Islāmiyyah.

Al-Awqaf, Ministry of Awqaf & Islamic Affaires of Kuwait. 1995. Al-Mawsuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah. Kuwait : Ministry of Awqaf.

Al-Bukhārī, Abū 'Abdullah Muhammad Ibn Ismā'il. 1422 H. *Al-Jāmi' Al-Sahīh*. Beirut: Dar At toukon Najat

Ali, Musahed. 1980. *Islamer Rastio O Orthonoytik Uttoradikar.* Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh

Al-Qardawi, Yousof. 2016. *Islame Halal-Haramer Bidhan*. Translated by Jobayer Hossain Rafiqi. Dhaka : Darus Salam Bangladesh

Al-Rabbi, Md. Akib. 2016. *Bangladesh Poribes Ain Phat*. Dhaka : Sams Publications

Al-Tirmidi, Abū Isa Muhammad bin Isa. 1395H. *As-Sunan*. Cairo: Matbaah Mustafa al-babi al- Halabi.

Bangla Wikipedia. https://bn.wikipedia.org/wiki/দুর্যোগ, retrived on: 10.06.2019

Carter, W. Nick. 2008. *Disaster Management : a disaster manager's handbook*. Philippine : Asian Development Bank.

Diwan, Parag. 2016. *A Manual on Disaster Management*. New Delhi : Pentagon Press.

Harper, Douglas. 2019. Online Etymology Dictionary. Pennsylvania: Educational research centre. Available on: https://www.etymonline.com/word/disaster, retrived on: 10.06.2019

Hawking, Stephen William. 2016, *Kaler Songkhiptto Etihas*. Kolkata : Bayolmon Prokason

Ibn Hummam, Kamal Uddin. N.D. *Fathul Kadir Sharhul Hidaya*. Beirut: Dar Al Fiqr

Ibn Mājah, Abū Abdullah Muhammad bin Yeajid. 1998. *As-Sunan*. Cairo: Dar Yahya Kutub al-Arabiyyah.

IFB, Islamic Foundation Bangladesh. 2009. *Doynondon Jibone Islam*. Dhaka : IFB

Khan, Humayon. 1984. *Zakater Ain O Dorson*. Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh

Mamun, Fazly Ealahi. 2019. Directives of Islam in Preventing and Controlling Environmental Pollution: An Analysis. *Islami Ain O Bichar*. v.14, n.56, (97-116).

MoDMR, Ministry of Disaster Management and Relief, Bangladesh. 2018. Annual Report 2017-2018. Dhaka: MoDMR.

MoDMR, Ministry of Disaster Management and Relief, Bangladesh. 2018b. S*afollo O Unnuoner das bachor 2009-2018*. Dhaka: MoDMR.

MoF, Ministry of finance, Bangladesh. 2018. *Climate Financing for Sustainable Development, Budget Report 2018-19*. Dhaka : Finance division, Ministry of finance, Bangladesh

Mohontto, Subasis Chondro. 2013. *Dorjog Bebosthapona O Jokihrase Samajik jababdihita.* Dhaka : Bangladesh Disaster Preparedness Center.

MolJPA, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh. 2012. *Disaster Management Law 2012*. Government of Bangladesh

Muslim, Abū al-Hussain Muslim Ibn Haqjjaj. 1999. *As-Sahih*. Beirut: Dar Yahya al-Turath al-Arabi.

Nasrin, Mahbuba. 2002. *"Unnouon prokriay jonogoner onsogrohon briddir lok;khe bikendrikoron O shaniyo sorkar bebosthar somonnoy"* 2001-2002 : 70-72

Rahman, Sayedur. 2009.Durjogkosh (Disaster Dictionary). Dhaka: Ministry of Food and Disaster Management.

Wisner, Ben; Blaikie, Piers; Cannon, Terry and Davis, Ian. 2004. At Risk – Natural hazards, people's vulnerability and disasters. Wiltshire: Routledge.